



ଅଗରତଳର ମହାରାଜଙ୍ଗଞ୍ଜୁବାଜାରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୋରାଙ୍ଗ ମହାପଦ୍ମନାଥ ନାମସଂକିତନ ଉତ୍ସବେ ଅଂଶଗତି କରେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଵବିଦ୍ୟୁଳ କୁମାର ଦେବ । ତିନି ତିର୍ତ୍ତର ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମେ ରାଜ୍ୟବାସୀର କଲ୍ୟାଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂରନୋ ଏହି ନାମ ସଂକିତନ ଉତ୍ସବ ରାଜ୍ୟର ଆସ୍ତାନ୍ତିକ ଉତ୍ସେବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାତାହାତୀ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

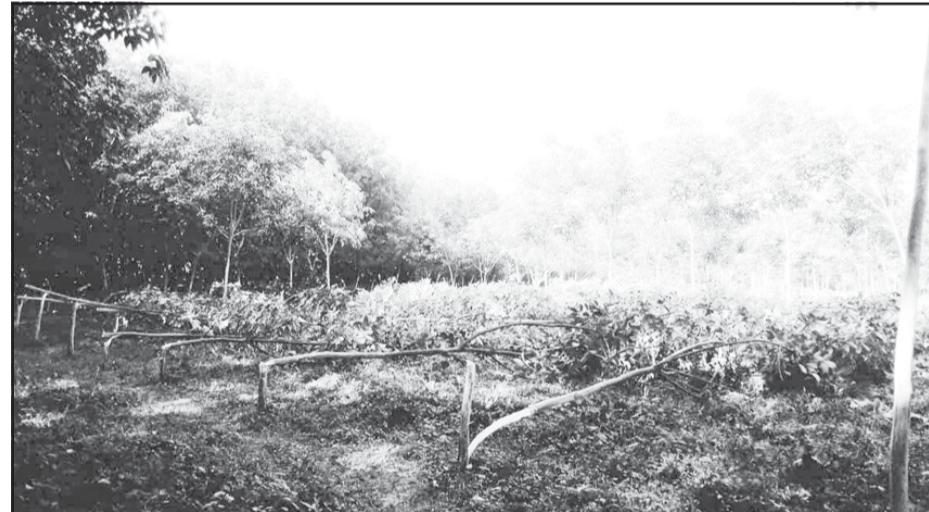
ନୃତ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগরতলা, ১৯ নভেম্বর
করোনায় পশ্চিম জেলা
আরও ৫ জন নতুন আক্রা-
শনাক্ত হলেন। ২৪ ঘণ্টায়
রাজ্যে আরও ৬ জন
পজিটিভ রোগী শনাক্ত
হলো। এই সময়ে করোনা
মুক্ত হয়েছেন ১৪ জন। স্বাস্থ্য
দফতরের জনিয়েছে শুঁড়ব্রা-
২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৮১
জনের সোঁয়াব পরীক্ষার
হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬
জনের আরটিপিসিআর
পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়ে
আরটিপিসিআর-এ দু'জন
পজিটিভ শনাক্ত হন। বার্ষা-
চারজন অ্যান্টিজেন টেস্টে
পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন।
রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায়
থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা
কমে দাঁড়িয়েছে ৭৩ জনের
খেন পর্যন্ত করোনা আক্রা-
৮১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায়
আরও ১১ হাজার পজিটিভ
রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই
সময়ে মারা গেছেন ৪৫
পজিটিভ রোগী। মৃত্যুর হাত
দেশ অনেকটাই এগিয়ে
খেন। অর্থাৎ মৃত্যুর হাত
বেশি। এনিয়ে চিকিৎসা
চিকিৎসকরা। করোনা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর ১।
জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশের বড় সাফল্য। এনএলএফটি'র চার জঙ্গিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শুক্রবার ধলাই জেলার রাইস্যাবাড়ি এবং গন্ডাচড়ার দন্ডাবাড়ি থেকে চার জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাউন্সের এটা বড় সাফল্য হিসাবেই মেখা হচ্ছে। পূর্ব এবং নগর ভোটের আগে চার জঙ্গিকে গ্রেফতারের ঘটনায় বড়সড় আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে সফল হয়েছে রাজ্য পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ধলাই জেলার সালেমা, গন্ডাচড়া, কলমপুর, কচুচড়া এবং রাইস্যাবাড়ি এলাকায় এনএলএফটি (বিএম) জঙ্গি গোষ্ঠীর হয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। গন্ডাচড়া থানায় তাদের জিঞ্জোসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সুত্রের খবর, শুক্রবার সকালে রাইস্যাবাড়িতে দুই জঙ্গি ঘোরাফেরা করছে বলে খবর আসে। স্পেশাল ব্রাউন্সের এই খবরের ভিত্তিতে রাইস্যাবাড়ি থানার পুলিশ বইল্যা জমাতিয়া (২৮) এবং রবি করে। রবি কুমারের বাড়ি বাংলাদেশের গাইছড়া থানার ছইল্যাতলি। তাদের এনিনই গন্ডাচড়া থানার পুলিশ একটি গাড়ি থেকে দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করে। তারা হলো আমবাসার সঞ্জয় ত্রিপুরা (৩০) এবং সালেমার সামা দেববর্মা ওরফে অধিন্দ্র দেববর্মা (৩১)। তাদের কাছ থেকে দুটি স্মার্টফোন এবং ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত চারজনকেই শনিবার আদালতে হাজির করবে পুলিশ।

হাজতে হত্যা, সরকারের জবাব চাইলো উচ্চ আদালত



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ১৯ নভেম্বর ১।
ধার-দেনা করে ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে নিজেদের দখলকৃত জমিতে রাবার বাগান গড়ে তুলেছিলেন নিকুঞ্জ ভৌমিক। সেই রাবার বাগান বাতের অঙ্ককারে ধ্বংস করে দেয় দুষ্টত্ত্ব। বাগানের ৫ শতাধিক গাছ কেটে ফেলায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন বাগান মালিক নিকুঞ্জ ভৌমিক। জোলাইবাড়ি এলাকায় স্পষ্টবাদী নিম্নের পরিচিত পোশায় জিআরএস নিকুঞ্জবাবুর বাগান ধ্বংস করার ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বহুস্তিবার জোলাইবাড়ি প্লাকের আচাইছি মগপাড়া এলাকার তিন বছর বয়সী রাবার বাগান ধ্বংস করেছে দুষ্টত্ত্ব। জায়গার মালিকানা নিয়েও কোনো বিরোধ নেই। তাহলে কেন সেই বাগান ধ্বংস করা হয়েছে --- প্রশ্ন এলাকাবাসীর। এডিসি এলাকায় জনজাতি অংশের মানুষের পাটাপাপ জমিতে অন্য অংশের মানুষ রাবার বাগান গড়ে তুলেছে নিকুঞ্জবাবুর বাগানও সেইভাবেই গড়ে তোলা। ৫ শতাধিক গাছ কেটে ফেলা বাগান মালিকের ৫ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার তদন্ত প্রক্রিয়া করতা এগিয়ে যাবে এ নিয়ে সন্দেশ রয়েছে। কারণ, বর্তমানে ক্ষমতাশালীদের ছাড়া এই ধরনের কাকেউ করতে পারেন না তা পুলিশ ভালো করে জানে।

ফের তগম্বলে

ପ୍ରଚାରମଜ୍ଜା ନଂ



କୁମାରସାହେ ନିଯାତୀ ଶମାଦେବେ ଡାକ୍ତର ପିତୋଳାର କଣ୍ଠ ଶବ୍ଦଯତ୍ନରେ ଅଗମନ୍ତା ଘଟେବେ — ଶମାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଭାବୀ ।

আমবাসা কংগ্রেসে বস্তুত পণ্ডিত - প্রিয়দর্শনী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৯ নভেম্বর ।। ব্যক্তি জীবনের মতই রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও উঞ্চান-পতন একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। বিগত সাত দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই রাজ্যের মানুষ জাতীয় কংগ্রেসের বহু উঞ্চান-পতনের সাক্ষী থেকেছে। কিন্তু দেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিককাল ক্ষমতার মসনদে থাকা এই দলটির বর্তমান যে দুরবাশা লক্ষ্য করা যায় তা এর আগে এই রাজ্যের মানুষ যে কখনো দেখেনি তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিশেষ করে আমবাসা হল এমন একটি এলাকা যেখানে দীর্ঘ বাম শাসনেও কংগ্রেসের দাপট ছিল প্রকার্তী। অথচ বর্তমানে এই নিজ গড়েই কংগ্রেস বর্তমানে বিলুপ্ত। প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রাচীন দলের জেলা কার্যালয়টি মাঝে মধ্যে যে খুলবে এমন লোকও নেই। অবস্থা এটাই শোচনীয় যে, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রাণ বলা হয় সেই জওহর লাল নেহের এবং উনার কন্যা তথা আধুনিক কংগ্রেসের রংপকার দেশের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দশনী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনেও জেলা কংগ্রেস ভবনের দরজা খুলবে এমন একজনও নেই। এখানে উল্লেখ্যগুলি যে গত ১৪ নভেম্বর ছিল পদ্ধতি নেহের ১৩০ তম জন্ম দিবস এবং ১৯ নভেম্বর ছিল প্রিয়দশনী গান্ধীর ১০৪ তম জন্ম দিবস। দুটি পৃথক সময়ে জাতীয় কংগ্রেসকে দিশা দানকারী এই পিতা-পুত্রীর জন্ম দিবসে আমবাসা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফুল মালা ঢানো তো বহু দূর, জেলা কংগ্রেস ভবনের দরজা পর্যন্ত খোলা হয়নি। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনেও আমবাসা সদর এলাকায় ২৫ শতাংশের বেশী ভোট পাওয়া কংগ্রেস যখন এই চলমান পুর পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী করার মত এক জনও খুঁজে পায় না এমনকি খোদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি একজন প্রস্তাবক যোগাড় করতে পারেনি বলে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি, তখন দলের পূর্বজন্মের স্মরণ করবে কে ? কিন্তু মাঝ কয়েক বছর আগেও যে আমবাসা ছিল কংগ্রেসের গড় সেই আমবাসায় দল এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল কেবল নেতৃত্বের অপদৰ্থাত্য। মহারাজা প্রদ্যোগ কিশোর মানিক্য কংগ্রেস সভাপতি থাকা কালেও অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। তারপর উকিল বাবু আর এখন বীরজিৎ সিংহ আমবাসায় কংগ্রেসের অস্তজ্ঞি যাত্রা করিয়েই ছেড়েছে। পরিণাম আর কয়েক বছর পর হয়ত কংগ্রেসকে পাওয়া যাবে কেবল ইতিহাস বইয়ের পাতায়।

২৫ বছরে যা হয়নি সাড়ে ৩ বছরে তা করে দেখিয়েছে সরকার :: সোনকর

গাছের দাম দেওয়ার অথবা কাটার অনুমতির নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর। সরকার থেকেই জমির বন্দোবস্ত পেয়েছেন ১৯৮৫ সালে, তারপর সেখানে গাছ লাগিয়েছেন। গাছ বড় হয়েছে, এবার তিনি গাছ বেচতে চান। বন দফতর গাছ কাটার অনুমতি দিতে রাজি না, কারণ জমি রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায়। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, হয় সরকার বাজারের দরে গাছের দাম মিটিয়ে দেবে, নয়ত গাছ কাটার অনুমতি দেবে। দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে।

বিষয়টি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ কুরেশি'র বেঞ্চে উঠেছিল। তিনি আদেশে বলেছিলেন, জায়গার বন্দোবস্ত দিতে সরকারের যে ভুলই হয়ে থাকুক, সেই জায়গা পেতে আবেদনকারী ছলনা করেছেন বলে কোনও অভিযোগ নেই। তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, ধৈর্য ধরে ৩০ বছর অপেক্ষা করেছেন, তিনি সেই ক্ষেত্রে বংশিত হতে পারেন না। সরকারের কাছে দুইটি উপায়ই আছে, এক বাজার দরে গাছের দাম মিটিয়ে দেওয়া নয়ত গাছ কাটার অনুমতি দিতে।

অনুমতি দেওয়া। তবে সেই নির্দেশ দেওয়ার আগে, একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার, যে গাছ আছে, সেগুলির বয়স কত, তাতে আবেদনকারী যে দাবি করছেন গাছগুলি তার লাগানো, সেটা বোঝা যাবে।

আদালতে ফরেস্ট অফিসার চমন লাল উপস্থিত ছিলেন, তাকে গাছের বয়স জানাতে বলা হয়েছিল। তিনি যে রিপোর্ট দেন, তাতে দেখা যায়, গাছগুলির বয়স ২ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত। তাছাড়াও, ১৯৯০ সালে ৫০০ গাছের চারা অথবা গাছ কাটার অনুমতি দিতে।



কেমন হবে তা নিয়ে এই সভায় আলোচনা করা হয়। তিনি আরো জানান
রাজ্যের মানুষ শাস্তি চান, তারা উন্নয়ন চান। বর্তমান সরকার উন্নয়নমূলক
কাজ করে চলেছে। আগামীদিনেও সে ধৰাবাহিকতা বজায় থাকবে বলেও
জানান তিনি।

ধূমুমার কাণ্ড, রক্ত বারলো এক পড়ুয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর ।।

কংগ্রেস ভবনে হাঁটার করে মারমুরী

আক্রমণের ঘটনার তীব্র চাকচল্য

ছড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস ভবনে

এদিন ছিল এনএসইউআই প্রদেশ

সভাপতি সমষ্টি রায়ের নেতৃত্বে

ছাইছাত্রীদের নিয়ে বৈঠক। বৈঠক

শেষে ছাইছাত্রীর কংগ্রেস ভবনের

ভূমিতলে অবস্থান করছিল। হাঁটার

করে একটি ঘটনাকে কেপ্ট করে

দুই পড়ুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে মারমুরী

আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এক

ছাইকে রক্তাঙ্গ করে কংগ্রেস

ভবনের ভেতরেই ফেলে রেখেছে

অপর গোষ্ঠীর ছাইর। বিষয়টি

টের পেয়ে তড়িয়েড়ি পরিষ্কিত

নিয়মজ্ঞের ক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি

সভাপতি ছীরজিৎ সিনহা,

এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি

সমষ্টি রায় ভূমিতলে চলে

আসেন। দুই গোষ্ঠীর গংথেদী

পড়ুয়াদের নিয়মজ্ঞ করানো বেশ

কর্মকর্জের ছাত্র তাতে আহত হয়।



একজনের মাথা ফেটে যায়। তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে সমষ্টি রায়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতিতে নতুন প্রজন্মের ছাত্র নেতৃত্বে যে কিছু খিলে নিয়েছে এদিনের এই রক্তক্ষেত্রী সংঘর্ষের ঘটনা তার অন্তর্মান দমনের অপচেষ্টা শাসক গোষ্ঠী নিয়েছে বলে দাবি

নিয়মজ্ঞে এলেও সমষ্টি রায় দাবি করেন এটা শাসকের পরিকল্পিত চক্রান্ত। যখন ছাত্র স্থার্থে এনএসইউআই দৰ্বাৰ আন্দোলন সংগঠিত করছে তখন এই ধৰনের একটি পরিষ্কিত তৈরি করে আন্দোলনে না আসতে পারে তার জ্যোতি স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের আন্দোলন দমনের অপচেষ্টা শাসক রায় হয়। এদিকে রাজা

করেন সমষ্টি রায়। এদিকে একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র সমষ্টি রায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন দ্বিতীয় দিনও চলে। এদিন শহরে বিক্ষেপ মিছিল বালন, ছাত্রার্থে তিনি আন্দোলন জীব রাখেন। তিনি বালেন, রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত নৰম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষাগুলি সিলেবাস কমিয়ে ৪০

নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা প্রাপ্ত করার কথা বলেছিলেন খোদ প্র্যাক্টিকে কঢ়ে পক্ষ। কিন্তু যখন শিক্ষার্থীরা ৪০ নম্বরের পরীক্ষার প্রস্তুতি করছিল ঠিক ক তখনই শিক্ষা দফতর যোগায় যে পরীক্ষা ৮০ নম্বরের মধ্যে হবে। শেষ সময়ে হাঁটার করে এই অনাবশ্যিক

হাঁটকারী সিদ্ধান্তের ফলে সারা রাজ্যের ছাত্র-ভিত্তিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বলে জানান। সমষ্টি রায়। এদিন আন্দোলন সংগঠিত হয়ে পোষ্ট অফিস চৌকুনিতে। কিন্তু আন্দোলনৰ ছাত্রাক্ষী-সহ সমষ্টি রায়কে এদিন পোষ্ট অফিস চৌকুনিতে পুলিশ আটক করে। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে নিম্নলিঙ্গ কাড় উচ্চে বলে করেন সমষ্টি রায়। এই ঘটনা প্রসাদে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে সমষ্টি রায়ের আন্দোলন আগমনিকে চলবে পুলিশ মন্ত্রী বিবরণে একরাশ ক্ষেত্র উগড়ে দিয়ে বলেন, এই আন্দোলন চার জনভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন যেকোনও আন্দোলনকে পুলিশ ভোকাবে দমন করতে চায়। ৪০ নম্বরের পরীক্ষার দাবিতে সমষ্টি রায়ের আন্দোলন আগমনিকে চলবে একরাশ ক্ষেত্রে একেবারে কেন্দ্রে একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র সমষ্টি রায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। সমষ্টি রায়ের বিক্ষেপ মিছিল চালানে জীব রাখেন। তিনি বালেন, রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পরিচালিত নৰম ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষাগুলি সিলেবাস কমিয়ে ৪০



কংগ্রেস ভবনের সামনে আন্দোলনৰ এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সমষ্টি রায়কে প্রেক্ষাত করলো পুলিশ।

আজ রাতের ওশুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১৯ নভেম্বর ।।

তারাতের ছাত্র ফেডেশন এবং উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের তরফে মাঝামুক্ত শিক্ষা অধিকারীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে। নাম ও

গ্রাম পরিষদ পরীক্ষা প্রক্রিয়া সংগ্রহ করে এবং আকর্ষণ করেছে এই দুই সংগঠনের নেতৃত্বে। সংগঠন দুটোর তরফে সদসীপন দেব বলেন, পুরুষ পরীক্ষা

হচ্ছে ৪০ নম্বরের হাঁটার ক্ষেত্ৰে।

৪০ নম্বরের পরীক্ষা। এই সিদ্ধান্তে সভাপতি

বীরজিৎ সিনহা। এই বালেন,

বালাইয়া বিবোধীদের কঠোরোধ করে,

বিবোধীদের প্রেরণ পরীক্ষা প্রক্রিয়া সংগ্রহ করে তৃণমূলক পুরুষের পুরীক্ষা হচ্ছে। ত্রিপুরায় বিজেপি বিবোধীদের উপর অনুরূপ লাগামহীন সদস্য সৃষ্টি করে তৃণমূলক পুরুষের পুরীক্ষা হচ্ছে।

পুরীক্ষার প্রক্রিয়া এবং পুরীক্ষা প্রক্রিয়া হচ্ছে।

ত্রিপুরায় বিজেপি প্রক্রিয়া হচ্ছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় গুরুনানকের ৫৫২তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপিত



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৯
নভেম্বর।। মানব সেবাই জীবনের
সবচাইতে বড় ধর্ম। আপনার কাছে
যদি একটি রংতি থাকে তবে সেটা
ভাগ করে নেবেন। শিখ ধর্মের
প্রবর্তক গুরুনানক দেব মানব
জাতিকে মানবতার পাঠ
দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে
আজও গুরুনানকের নীতি, আদর্শ
সমান প্রাসঙ্গিক। মানবতার আদর্শ
শিক্ষক তথ্য শিখ ধর্মের প্রথম গুরু
গুরুনানক দেবের ৫৫২তম
জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে
একথা বলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী
নীতি দেব। তথ্য ও সংস্কৃতি
দফতরের উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধিয়ায়
রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে
আয়োজন করা হয় শিখ ধর্মের
প্রবর্তক গুরুনানকের জন্মবার্ষিকী।
বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব
আরও বলেন, আমাদের সর্বময়
কর্তা একজনই। যেটা গুরুনানক
শিখিয়েছিলেন। গুরুদের নীতি ও

আদর্শ মনে চলতে যুব সমাজের
উদ্দেশ্যে আত্মান রাখেন তিনি। এর
পাশা পাশি শিখদের ধর্মগুরু
গুরুনানকের জন্মদিন পালনের
উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তথ্য ও
সংস্কৃতি দফতরকে বিশেষ ধন্যবাদ
জানান শৌমতি নীতি দেব।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে
উপস্থিত থেকে স্বাগত ভাষণে তথ্য
ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব পি কে
গোয়েল গুরুনানক দেবের
স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন,
গুরুনানক বলেছিলেন ঈশ্বর এক।
আমার একই ঈশ্বরের সন্তান। তাই
গুরুনানকের নীতি ও আদর্শ আগে
যেমন প্রাসঙ্গিক ছিলো তা এখনও
রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিসেয় বক্তার
ভাষণে চানমারিহিত গুরুদেয়ারার
প্রধান জানেইল সিং শিখদের
ধর্মীয় গুরু গুরুনানকের নীতি ও
আদর্শের কথা ফের একবার মনে
করিয়ে দেন। তিনি গুরু
নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলার বার্তা

দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন
রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির
সহসভাপতি সুভাষ দেব। অনুষ্ঠানে
বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত
ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের
অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, কর্ণেল ভি
রবিশক্র এবং কর্ণেল রোহিত
গুপ্ত। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে
শিখ ধর্মের গুরু গুরুনানকের
প্রতিকৃতিতে পঞ্চার্য অর্পণের
মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন
বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব-সহ
অন্যান্য অতিথিগণ। এর পর
গুরুবাণী পাঠ করেন সতনাম সিং,
দলজিৎ সিং এবং পরগত সিং।
অনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যায় অংশ নেন
শিখ ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত
অতিথিদের হাতে গুরুনানকের
জন্মভূমি থেকে আনা বৃক্ষ
তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের
বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয়
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চলাচলে জন দুর্ভোগ চরমে

প্রতি বাদী কলম প্রতিনিধিত্ব করে। সোনামুড়া, ১৯ নভেম্বর ॥ বেহাল কিছু দিন ধরে রাস্তার বেহাল দশার কাঁচ গে মানুষের চলাচলে দুর্ভোগ চরচে উঠেছে। সোনামুড়া মহকুমার নিছড় বিধানসভা কে দ্বেষে অস্তর্গত জুমেরচে পা শীঘ্ৰে কলোনি এবং ছয়ঘণ্টিয়া মলস্থান বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় একটি অংশ বেহাল অবস্থায় আছে। সর্বসাকুলেজ রাস্তাটির দৈর্ঘ্য দেড় কিলোমিটার। দিনরাত শত শত লোকজন ইট সলিসড় ক ধরে চলাচল করেন। প্রতিদিন ছেট, মাঝির যানবাহন মোটরবাইক, বাইসাইকেল এ রাস্তায় দিয়ে চলাচল করে। দুর্ভাগ্যে বিষয়, স্থানীয় কতি পয় শাসন দলের আশ্রিত ব্যক্তি মর্জিমাফিন রাস্তার পাশে লেক খনন করেন। গিয়ে, ৩০০-৪০০ মিটার ইট সলিসড় কপথে আঠালো মাটি ফেলে ভরাট করে দেয় বলে অভিযোগ যার ফলে এখন রাস্তাটা চলাচলে জনদুর্ভোগ চৰম আকার ধার করেছে। স্থানীয় মানুষের দাবি অতিসত্ত্ব যেন ভরাট মাটি সরিয়ে নিয়ে রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের কর্মকর্তা ও ব্লক আধিকারিকের গোচরে নেওয়া হলেও এই বিষয়ে তাদের পদ থেকে এখনও কোন কাৰ্যকৰি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হয়নি।

আমরা বাঙালির প্রতিবাদ কর্মসূচি



প্রতিদিনই বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকগণ শুধু দৈহিকভাবেই যে আক্রান্ত হচ্ছে তা নয়, তারা বিরোধীদের পতাকা, ফেস্টন তুলে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে, বাড়িঘর, ভাঙ্গুর করে রাজ্য জুড়ে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। খোয়াইতে শাসকদলের দুষ্কৃতিকারীরা আমরা বাঙালি দলের সমস্ত মনোনয়ন পত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তেলিয়ামুড়াতে স্কুটিনীর সময় প্রস্তাবকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে দুটি কেন্দ্রে মনোনয়ন বাতিল করার পর একটি আসন্নের ঝুঝাগ, ফেস্টন তুলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আর আগরতলা শহরে শুরু থেকে এখন অবধি আমরা বাঙালি দলের প্রার্থী ও প্রস্তাবকদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসক দলের বর্তমান সন্ত্রাস বাম আমলকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান বিরোধী চলমান রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে আমরা বাঙালি দল চরমভাবে ঘৃণা করছে, যিকার জানাচ্ছে। শাসকদলের প্রতি আমরা বাঙালির আহ্বান, সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করবান। নতুন আগামীদিনে বামদের মতো আপনাদের জন্যেও যে পরিণতি অপেক্ষা করছে বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যভাবী। এদিকে, শাসকদলের জনস্বার্থ বিরোধী ইলেক্টোসিটি এমেন্ডমেন্ট বিলটি নিয়েও আমরা বাঙালি দল তীব্র বিরোধিতা করছে। কারণ দল মনে করে, এই বিল জনস্বার্থ বিরোধী। এই বিলের মাধ্যমে লাভবান হবে শুধু কর্পোরেট দুনিয়ার লোকেরাই।। অধিকন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে একের পর এক দেশের লাভজনক সংস্থাগুলি বিজ্ঞি করে বা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়ে জনপরিষেবা থেকে সরে আসছে তাতে আগামীদিনে গোটা দেশ তথা, দেশের অর্থনীতিটাই দেউলিয়া হয়ে পড়বে। সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি রাখছে অবিলম্বে জনস্বার্থ বিরোধী উক্ত বিল বাতিল করা হোক। নতুন বা এনিয়ে আমরা বাঙালি আগামীদিনে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। এদিনের আন্দোলন থেকে আমরা বাঙালি নেতৃত্ব জানিয়েছেন, পুর সংস্থার নির্বাচনে যেখানে প্রার্থী রয়েছে সেখানে প্রার্থীরা সাড়া পাচ্ছে।

— 1 —

আন্দোলন চলবে জানান পরিএ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ নভেম্বর ।। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কার্যালয়ে সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলেন পবিত্র কর, ডা. যুধিষ্ঠির দাস, মতিলাল সরকার-সহ অন্যান্যরা। এদিন পবিত্র কর জানান, আন্দোলন চলবে পুরো দাবি পূরণ হয়নি, ন্যূনতম সহায়কমূল্য-সহ বিদ্যুৎ বিল বাতিল ইত্যাদি দাবি মানতে হবে। যতদিন পুরো দাবি পূরণ না হবে ততদিন চলবে আন্দোলন। পবিত্র কর আরও বলেন, কৃষকদের আন্দোলনকে খালিস্তানি রং দেবার চেষ্টা, প্রাচীর তুলে জল, বিদ্যুৎ বন্ধ করা, মিথ্যা মামলা, লাঠি জল কামন ব্যবহার থেকে শুরু করে কৃষক নেতা হত্যা-সহ সমস্ত সরকারি দমন পৌড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতের হাদ্য, খাদ্যদাতারা প্রমাণ করে দিলেন তারাই ছিলেন সঠিক। সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল অন্যায় ও ভুল। প্রধানমন্ত্রী গত এগারো মাস ধরে চলা এই আন্দোলন যে কারণে সেই কৃষি আইন প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছেন সাথে দেশবাসীর কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। এই এগারো মাসে ভারতের নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। সরকারের অবিমৃশ্যকারিতা ও এক গুঁয়েমি মনোভাব কেড়ে নিয়েছে ৭০০ জন কৃষক আন্দোলনকারীর প্রাণ। জোর করে, মার্শাল ডেকে বিবেরোধী সাংসদদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে কৃষক বিবেরোধী কৃষি বিলকে আইনে পরিগত করা

হয়েছিল। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা কি সে জন্যই? এই প্রশ্ন তুলে পৰিব্রত কর বলেন, নাকি কৃষক হত্যা ও কৃষক আন্দোলনকারীদের শহিদ হবার জ্য। সেটাই প্রশ্ন। পৰিব্রত কর আৱও বলেন, সংযুক্ত কিয়ান মোর্চার পার্লামেণ্টে আইন প্রত্যাহার না কৰা পৰ্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে। এদিন সংযুক্ত কিয়ান মোর্চা ত্ৰিপুৰা কমিটিৰ তৰফে এক সংবাদিক সংক্ষেপে রাজ্য মোর্চার আহ্বায়ক পৰিব্রত কৰ এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নৱেন্দ্ৰ মোদি ঘোষণা দিয়েছেন ভালো কথা। কিন্তু সেটা পার্লামেণ্টে গিয়ে প্রত্যাহার না কৰা পৰ্যন্ত আন্দোলন থেকে সৱে আসছিন। তিনি বলেন, ভূমি অধিগ্রহণ আইন পাশ কৰে ফেরত নেবাৰার অঙ্গীকাৰ কৰার পৰও আজ পৰ্যন্ত কাৰ্য্যকৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়নি। সুতৰাং সংসদে আইন প্রত্যাহার না কৰা

আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্বররা নয়, জয় কৃষক ঐকের। সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মতিলাল সরকার বলেন, প্রমাণ হল লাগাতার সংগ্রামের বাস্তবতা। আরও বাকি আছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য-সহ আরও বেশ কয়েকটি দাবি। তিনি বলেন, সরকার যাতে মনে রাখে কৃষক সমাজ দুর্বল নয়। এই প্রতিহাসিক জয়ের জন্য তিনি সকলের সাথে সংবাদাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক রতন দাস ও কৃষক সভার পশ্চিম জেলা সম্পাদক মধুসুদন দাস উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পৰিত্র কর জানিয়েছেন, আগামী ২৭ নভেম্বর পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি সংগঠিত হবে রাজ্যে।

সিপিআইএম’র প্রচারাভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ নড়েবৰ।। কৈলাসহর পুর পরিষদের নির্বাচনকে বেস্ত করে শাসক বিজেপি দলকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে প্রচারে এগিয়ে চলেছে বামেরা। কৈলাসহর পুর পরিষদের ৬ নং আসনের সিপিআইএম প্রার্থী মোহিত লাল ধরকে নিয়ে বিধায়ক মবস্থর আলী বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রচারে সাধারণ মানুষের অভৃতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে জানান বাম নেতৃত্ব। প্রচারাভিযানে বিধায়ক মবস্থর আলী এবং কৈলাসহর পুর পরিষদের ৬ নং আসনের প্রার্থী মোহিত লাল ধর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব মুকুল ধর, দেব দুলাল দেব-সহ আরও অনেকে। শুক্রবার দিনভর এলাকায় প্রচার করা হয়। প্রার্থী মোহিত লাল ধর জানান, দল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর ইতিমধ্যেই প্রত্যেক ভোটারের বাড়ি একবার করে যাওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার যাওয়ার প্রস্তুতি

বিকল্প রাস্তার দাবিতে অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কেলাসহর, ১৯ নভেম্বর। দুইদিন ধরে লাগাতার রাস্তা অবরোধ চলছে কেলাসহরের গোলকপুর এডিসি ভিলেজের হালাইছড়া এলাকায়। এলাকায় যাতায়াতের জন্য বিকল্প রাস্তার দ্বিতৈ প্রামাণ্যসীরা বহুস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু করলেও পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ প্রশাসনেরও কোনো হেলদোল নেই। এলাকায় টি দেজনা বিবাজ করচে।

ନିକଟ ଡେପୁଟେଶନ ଦେଖାରା ପର
ଅବଶ୍ୟେ ଗତ ପିନରୋ ଦିନ ଆଗେ
ପୁରାନୋ ବ୍ରୀଜଟି ଭେଟେ ନତୁନ
ବ୍ରୀଜେ କାଜ ଶୁରୁ ହଲେ ଓ
ପ୍ରାମବାସୀଦେର ଯାତାଯାତର ଜନ୍ୟ
ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ତୈରି କରା ହୟନି ।
ଏଥିନ ପ୍ରାମବାସୀରା ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନା
ଥାକାଯ ଶହରେ ଯେମନ ଆସତେ
ପାରଛେନ ନା ଠିକ ତେମନି ଥାମେର
ଛାତ୍ରାତ୍ରୀରା କୁଳେ ସେତେ ପାରଛେ
ନା । ପ୍ରାମବାସୀରା ସରକାରି ନ୍ୟାୟ
ମୂଲ୍ୟର ଦୋକାନେ ଆସତେ
ପାରଛେନ ନା । ହାସପାତାଲେ
ଚିକିଂସାର ଜନ୍ୟ ଆସତେ ପାରଛେନ
ନା । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ, ପୁରୋନୋ ବ୍ରୀଜଟି
ଭାଙ୍ଗାର ସମୟ ଜଲେର ପାଇଁ କେଟେ
ଦେଓଯାଯ ଗୋଟା ଏଲାକାଯ ତୀର
ପାନୀଯ ଜଲେର ଓ ସମସ୍ୟା ଶୁରୁ
ହେୟାଛେ । ଏହି ବ୍ରୀଜ ଭାଙ୍ଗାର ଫଳେ
ଗୋଲକପୁର ଏଡ଼ିସି ଭିଲେଜେର
ଏନ୍‌ସି ପାଡା, ଡାର୍ଲିଂବ୍ରିଟି,
ଖାସିଆବାସ୍ତି, ଦେବବର୍ମା ପାଡା, ମୁଣ୍ଡା
ପାଡା-ସହ ପ୍ରାୟ ତିନ ହାଜାର ମାନ୍ୟ
ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚିତ୍ର ହେୟ ପଡ଼େଛନ ।

উদ্বেগ প্রকাশ সিপিআই'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগরতলা, ১৯ নভেম্বর ।
সিপিআই প্রার্থী আক্রমণ হচ্ছে
পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ কোনও
সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ
করেন পুর নিগমের তৃনং ওয়ার্ডের
সিপিআই প্রার্থী রাকেশ দাস
দুর্ঘটনা তার হাত ভেঙে দিয়েছে
বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় সিপিআই
প্রার্থী রাকেশ দাস, সিপিআই রাজ
সহ-সম্পাদক ডা. যুধিষ্ঠির দাস সহ
নেতৃত্বের উপর ভয়াবহ আক্রমণ
সংঘটিত করেছে বিজেপির
দুষ্কৃতির। এমনই অভিযোগ
সিপিআই'র বীরচন্দ্র দেববর্মা স্মৃতি
ত্বরণে সাংবাদিক সম্মেলনে কথ
বলতে গিয়ে নেতৃত্বেন্দু জানিয়েছেন
তাদের দলের প্রার্থী রাকেশ দাস
আক্রমণ হওয়ার পর রামনগর
ফাঁড়িতে ফোন করেছিলেন
আক্রান্ত প্রার্থী। কিন্তু প্রিয়া



সহায়তা করেনি। উল্লেখ ফাঁপ্পি
থেকে বলা হয়েছে ১১২-তে ফোন
করার জন্য। বিস্তৃ ১১২-তে ফোন
করার পর লাইন ব্যস্ত থাকায় দুর্ভুক্ত
আক্রমণ সংঘটিত করে পালিয়ে
যেতে সক্ষম হয়েছে। শুরুবা
আগরতলা পুরনিমগ ৩০ং ওয়ার্ডে
সিপিআই প্রার্থী বাকশে দাসেন
সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে সম

বিজেপি দুষ্কঠিরা লাঠি, দা নিয়ে
ভয়াবহ আক্ৰমণ কৱে বলে
অভিযোগ কৱা হয়। সিপিআই
প্ৰাৰ্থী ৱাকেশ দাস, সিপিআই ৱার্জ
সহ-সম্পাদক ডা. যুধিষ্ঠিৰ দাস-সহ
অন্যান্য বাম নেতৃ বৃন্দ এবং
সিপিআই কৰ্মী সমৰ্থকদেৱ উপৰ
আক্ৰমণ সংঘটিত হয়েছে বলে

● এৰপৰ দৰ্শনৰ পাতায়

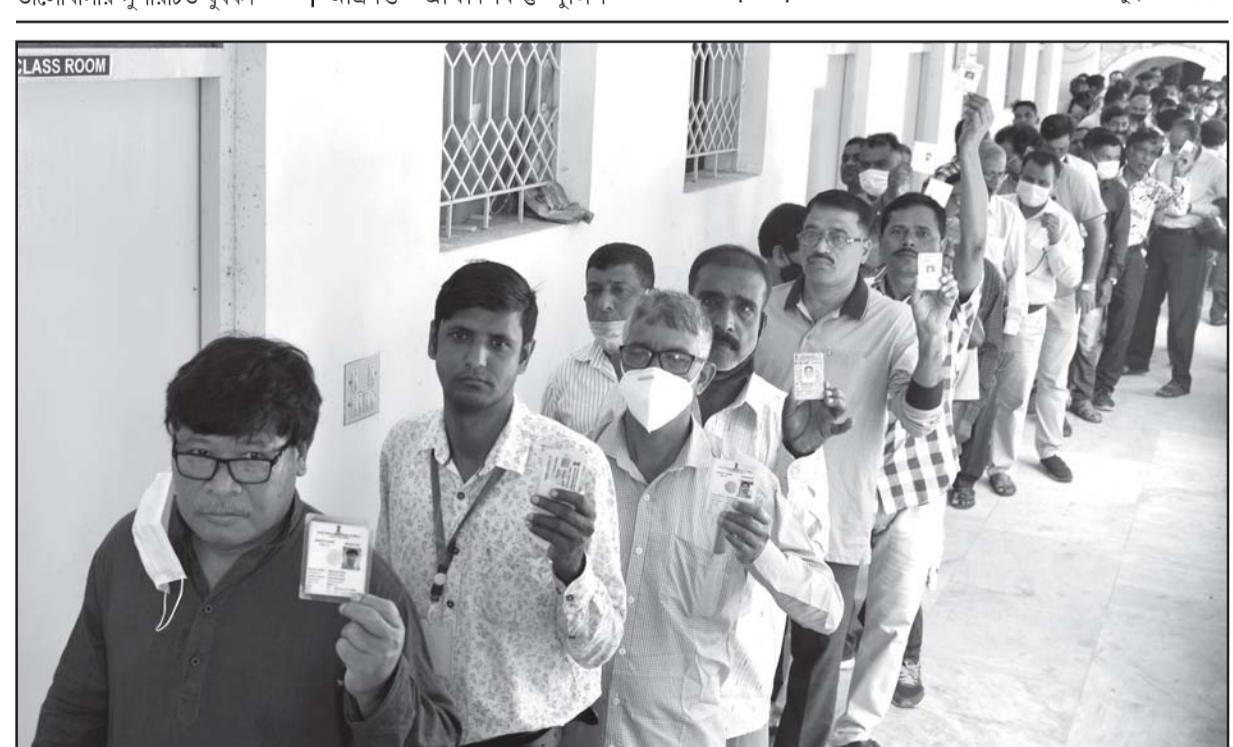
ମରଣଫାଦେ ପରିଣତ ମେତ୍ | ତୀର ନିର୍ଦ୍ଦା



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ নভেম্বর।। প্রায় দুই বছর ধরে জম্পুইজলা ঝুকের জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের ২৩ং ওয়ার্ডের নিদান কোবরাপাড়ার রাস্তাপানিয়া নদীর উপর নির্মিত সেতুটি মরণফাঁদে পরিণত হয়ে আছে। ব্রীজের দুদিকে মাটি ভেঙে গেছে। ব্রীজটি এক কথায় বুলন্ত অবস্থায় আছে। যে কোনো সময় ব্রীজ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। প্রতিদিন সেই

আশঙ্কার মধ্য দিয়ে তারা ব্রীজের উপর দিয়ে চলাফেরা করেন। প্রমোদনগর দানদশ শ্রেণি বিদ্যালয় রোড থেকে শুরু করে এই ব্রীজের উপর দিয়ে তারাপদ, গুলিবাই বাড়ি, দেওয়ান বাজার, মহারাম-দেহারাম, গুজিমারা পাড়ার লোকজন প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। জীবনের বুঁকি নিয়েই ছাত্রাবী-সহ এলাকাবাসীকে চলাফেরা করতে হয়। নাগরিকরা জানান, বেশ কয়েকজন ব্রীজের উপর দৃষ্টিন্যাঙ্ক হয়ে আতঙ্ক

হয়েছেন। কৃষকরা ধানের বোবা কাঁধে নিয়ে বাড়ি শাওয়ার সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। এই ধরনের বহু ঘটনার সাক্ষী তারা। জগাইবাড়ি ভিলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রথম করে বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার স্থানে সম্মতি চিঠি রুকে পাঠিয়েছিল গত বছর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই বীজটি সারাইয়ের উদ্যোগ নেননি। নাগরিকদের বক্তব্য, আগে বলা হয়েছিল বীজ সারাই করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন সবাই বীজের কথা ভুলে গেছেন। নাগরিকরা বাধ্য হয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে বীজের দু'পাশে মাটি ফেলে কিছুটা কাজ করেছিলেন। কিন্তু বর্ষায় সেই মাটি নদীগঙ্গে ভেসে যায়। এই অবস্থায় থামবাসীরা চাইছেন বীজটি সারাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হোক। না হলে তাদেরকেও রাস্তা অবরোধের পথ বেছে নিতে হবে।



আসন্ন পুর সংস্থার নির্বাচনে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হলো। আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচনে যুক্ত ভোট কর্মীরাও এদিন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। উমাকান্ত একাডেমিতে এই ভোট গ্রহণ পর্ব চলে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম : এপ্রেস্টিস (রেল
মন্ত্র),

শূন্যপদ : ১৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা,

ডিপ্লোমা,

বয়স : ২০১৯, '২০, '২১-এ

পদস্থানে হতে হবে,

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২২ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে

জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : ড্রাইভার (কোল
ইতিয়া),

শূন্যপদ : ১৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : চম্পেশো

পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও

অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,

বয়স : ২৫০৮৪, ১৮ বছর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২২ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ট্রেট টেস্টের

তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে

জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : স্পেশালিস্ট

অফিসার (বাকি),

শূন্যপদ : ১৮২৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিটি,

বিটেক, এলএলবি পাশ,

বয়স : ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৩ নভেম্বর,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৬

ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : এপ্রেস্টিস

(কেন্দ্রীয় মন্ত্র),

শূন্যপদ : ১১২০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক,

আইটিআই পাশ,

বয়স : ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৩ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : হেলথ অফিসার

(বিহিন্নজা),

শূন্যপদ : ১২০০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি

নার্সিং পাশ,

বয়স : ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৫ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : কনসালটেট,

নার্স, সাইকোলজিস্ট (বাস্থ

মিশন),

শূন্যপদ : ১২৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নির্দিষ্ট

বিষয়ে গ্লায়ারেট ও অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে,

বয়স : ২৫ নভেম্বর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৫ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে

জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : ফুড সেফটি

অফিসার (বিহিন্নজা),

শূন্যপদ : ১৮টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এপ্রেস্টিস

ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা,

বয়স : ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৭ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : নির্দিষ্ট বিষয়ে

নিয়ে গ্লায়ারেট পাশ,

বয়স : ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৭ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : নির্দিষ্ট

বিষয়ে নিয়ে গ্লায়ারেট ও অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে,

বয়স : ২৫ নভেম্বর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৫ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : নির্দিষ্ট

বিষয়ে নিয়ে গ্লায়ারেট ও অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে,

বয়স : ২৫ নভেম্বর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৫ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : নির্দিষ্ট

বিষয়ে নিয়ে গ্লায়ারেট ও অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে,

বয়স : ২৫ নভেম্বর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

তারিখ ২৭ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

লেটারে জানানো হবে।

০-০-০-০-০-০-০

* পদের নাম : নির্দিষ্ট

বিষয়ে নিয়ে গ্লায়ারেট ও অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে,

বয়স : ২৫ নভেম্বর (বিশেষ

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী

ছাড় রয়েছে)

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

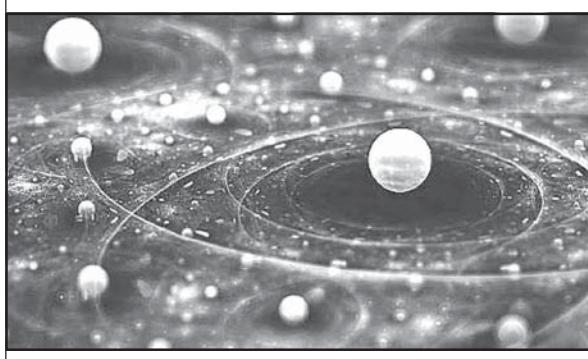
তারিখ ২৭ নভেম্বর,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

তারিখ ও কেন্দ্র কল

জানা অজানা

পঞ্চম বলের খৌজে



হাসেরি, ১৯, নভেম্বর। ১২০১২

সাল। হাসেরিয়ার পদার্থবিদেরা

ভৌগোলিক উৎকৃষ্ট। ছেট্ট একটা

প্রযোগ করে কানেক স্থানে বড়

বল এখন দেখ, যে নাকি

একেবারেই অপ্রত্যাপিত, এমন

কিছু ঘটলে তে বিজ্ঞানীরা

উৎকৃষ্ট হবেন। সেই গবেষকদের

দলের নেতৃত্বে ছিলেন ডেভেলেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার রিসার্চ

সেন্টারের পদার্থবিদ আলিলা

কার্জন্যাহরকে। একটা ছেট্ট

সাধারণ কথা ডিটেক্টর নিয়ে কাজ

করছিলেন তাঁর। ইয়েভিংটেক্সের

অন্য কর্ম একটা কণার সন্ধান

পান বিজ্ঞানী। দল। কাণ্ঠি খু

হালকা। তবে ৩৪টি ইলেক্ট্রনের

সমান। সেটার চারিত্বের জন্য

চলান তথ্য-উৎপন্নি নিয়ে

চলেরের বিশ্বাস। কিন্তু

পদার্থবিদের যে স্ট্যান্ডার্ড মডেল,

তাতে যে কথি কণা ঠাই পেয়েছে,

তার কোনটির সঙ্গেই মেলে না

ক্ষাপ্তির চরিত্র। তার মানে,

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চেনজানা

গুণের বাইরের কোথাও থেকে

হাজির হয়েছে কগটি!

তাহলে কি তাঁদের হিসাবে

কোনো ভুল হলো? ভাবেলেন

বিজ্ঞানী। আবার তাঁরা পরীক্ষাটি

করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারও

একই ফল। কী এই কথা? আবার

শুরু হলো তাঁদের হিসাব-

নিকশ। শেষেম্বর বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তে

গৱেষণার এলাকা ফেটেন। সেটা

আবার কী? ডাক ম্যাটার আর

ডাক এন্ডার্জির নাম মিশচয়

অজানা নয়। আলোর যাদের

অনেকের উপগুণাত্মক ও

গুণশক্তি

বলে। সেই ডাক ম্যাটারের জন্য

হাজিরিষে একধরনের বলের

দরকার হয়। সেই বলের জন্য

দায়ী যে কথা, সেটাই হচ্ছে তাঁর

কোটিন।

ডাক কোটিন নামটা নেওয়া

হয়েছে আবেকষা বলবাহী কথা

বোকেনের নাম থেকে। ফোন

হলো আলোর কথা। ইলেক্ট্রন,

প্রটোনের কিংবা কোরারের মতো

বস্তুকণ নয়। আমরা যে আলোর

সাধারণ দেখি, সেটা একট সঙ্গে

কথা। আবার বিদ্যুৎস্বর্কীয় বলের

জন্য দায়ী কণার হলো ভার্চুয়াল

কোটিন। একটা চার্জিত কথা যখন

ভারিত হয় বা ভূমিকার পথে

যেখা, তখন সেই কথা

বিদ্যুৎস্বর্কীয় তরঙ্গের করে।

আবার তাঁর কার্জিত কথা বিদ্যুৎস্বর্কে

তৈরি করে কার্জিত করে।

কিন্তু এক ক্ষেত্রে আবার

ক্ষেত্রে একটা কোরার মাঝে

